সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৪তম বর্ষ ❑ দশম সংখ্যা ❑ মাঘ ১৪২৭, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ২০২১ ❑ পৃষ্ঠা ৮

বিশ্বে দেশের প্রবৃদ্ধি টিকিয়ে .... ২ | সাম্প্রতিক সময়ে দেয়া প্রণোদনা .... ৩ | হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে সমলয়ে ... ৪ | মুজিব শতবর্ষে "সতেজ .... ৫ | বগুড়ার আদমদীঘিতে সমলয়ে ৬

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে গবেষণা এবং অঞ্চলভিত্তিক জোন ম্যাপ প্রণয়ন জরুরি : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রকাশিত ১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস এর মোড়ক উন্মোচন করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে গবেষণা এবং অঞ্চলভিত্তিক 'জোন ম্যাপ' প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, মাটির উর্বরতা এবং পরিবেশ বিবেচনা করে যে ফসল যেখানে ভালো উৎপন্ন হয় সেখানেই তার চাষাবাদ করতে হবে। এতে অল্প সময়ে অধিক ফসল উৎপাদন সম্ভব। সে লক্ষ্যে এলাকাভিত্তিক জোন ম্যাপ প্রণয়ন জরুরি। বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তির মধ্যে ১০০ কৃষি প্রযুক্তির এ এটলাস সকলের জন্য একটা অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রেরণা হিসেবে থাকবে। পাশাপাশি কৃষিভিত্তিক এই দেশকে আত্মনির্ভরশীল হতে আরো

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

সেচ খরচ হ্রাস ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিবান্ধব বর্তমান সরকারের আমলে দেশে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, সেচ খরচ হ্রাস ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার সবসময়ই কৃষি ও কৃষকের কল্যাণে নিয়োজিত। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু কৃষি বিপ্লবের উপর অত্যন্ত

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

বারিতে মসলা ফসল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বিষয়ক কর্মশালা

কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন সম্মানিত প্রধান অতিথি জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়

গাজীপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) আয়োজনে বাংলাদেশে মসলা ফসল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গবেষক-সম্প্রসারণবিদ কৃষক সন্নিবদ্ধ কর্মশালা-২০২১, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২১ শনিবার কাজী বদরুদ্দোজা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'বাংলাদেশে মসলাজাতীয় ফসলের গবেষণা জোরদারকরণ' প্রকল্পের অর্থায়নে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে গবেষণা এবং অঞ্চলভিত্তিক জোন ম্যাপ প্রণয়ন জরুরি

প্রথম পাতার পর

সহায়তা করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সকালে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে কৃষিক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি অর্জনে প্রকাশিত '১০০ কৃষি প্রযুক্তি এটলাস' এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এসব কথা বলেন। তিনি গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত হন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, পণ্য উৎপাদনের মূলে থাকতে হবে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানো এবং দেশ-বিদেশে বাজার সৃষ্টি ও রপ্তানি। আমাদের দেশের কৃষিপণ্য যাতে মানসম্পন্ন করা যায় তার জন্য আরো পরীক্ষাগার তৈরী করা দরকার। সেই সাথে অঞ্চলভিত্তিক পরীক্ষাগারও নির্মাণ প্রয়োজন। 'কৃষি ভিত্তিক শিল্প আমরা গড়ে তুলতে চাই এবং সেটাই আমরা করবো। এ বিষয়েও আমাদের গবেষকদের আমি সহযোগিতা চাই।'

> গবেষণা বাড়ানো গেলে কৃষিপণ্যের মানোন্নয়ন এবং বাজারজাত করা সহজ হবে

গবেষকদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, গবেষণার কাজ দীর্ঘদিনের। তবে, চাকরির একটা বয়স নির্দিষ্ট করা রয়েছে। সরকারি চাকুরে বিজ্ঞানীদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে গবেষণার ফসল তারা হাতে পাওয়া পর্যন্ত থাকতে পারেন সে লক্ষ্যে বিশেষ প্রণোদনার আওতায় আনার চিন্তা-ভাবনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

জাতির পিতা বলেছিলেন 'আমার মাটি এত উর্বর যে এখানে একটা বীজ ফেললেই একটা গাছ হয়, ফল হয়। তবে আমার দেশের মানুষ খাবারের কষ্ট পাবে কেন।' সেজন্য তিনি গবেষণা উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। আমরাও গবেষণাকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দেই এবং মনে করি, গবেষণা বাড়ানো গেলে কৃষিপণ্যের মানোন্নয়ন এবং বাজারজাত করা সহজ হবে।

লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধান উৎপাদনে বিজ্ঞানীদের সাফল্যের জন্য তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুর্যোগ সহনীয় ফসল উৎপাদনে বিজ্ঞানীদের আরো গবেষণার আহ্বান জানান। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এবং বিশেষ বিশেষ ফসল চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণে ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৪০২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। করোনা মোকাবেলায় ১ লাখ ২৪ হাজার কোটি ৫৩ কোটি টাকার ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজের পদক্ষেপও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধুর শুরু করে যাওয়া কৃষি বিপ্লবের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি কৃষকদের ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ, ১০ লক্ষাধিক কৃষকের সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার এবং ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে খাসজমি বিতরণসহ নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কৃষিবিদদের প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদান করে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়ন বাজেটের ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ১০১ কোটি টাকা কৃষি উন্নয়নে বরাদ্দ প্রদান করে স্বনির্ভরতা অর্জনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন জাতির পিতা। সেই পদাংক অনুসরণ করেই তাঁর সরকার দেশে বিভিন্ন কৃষিনীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করেছে তিনি মুজিববর্ষে দেশের সকল গৃহহীন জনগণের প্রত্যেককে অন্তত একটি ঘর নির্মাণ করে দেয়ার মাধ্যমে ঠিকানা করে দেওয়ায় তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান অব্যাহত রাখার জন্যও দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মেজবাউল ইসলাম স্বাগত বক্তৃতা করেন। আরো বক্তৃতা করেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার। সফল কৃষক মো. রফিকুল ইসলাম নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তৃতা করেন।

উল্লেখ্য, দেশের কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত ধান, পাট, ইক্ষু, চা, রেশম, তুলা, বনজ সম্পদ এবং মৎস সম্পদের থেকে নির্বাচিত ১০০ প্রযুক্তি এটলাসে যুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে প্রযুক্তিগুলোর প্রয়োগে বেশ কিছু সাফল্যের গল্প। *তথ্য সূত্র : বাসস*

বিশ্বে দেশের প্রবৃদ্ধি টিকিয়ে রাখতে কৃষির অবদান সবচেয়ে বেশি

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীন দেশ দিয়েছেন, কিন্তু ৭৫ এ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশ মাঝিহারা নৌকার মত উল্টোদিকে চলেছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আগামী ১০০ বছরের পরিকল্পনা ডেল্টা প্লান নিয়ে কাজ করে চলেছেন। বিশ্ব অর্থনীতিবিদদের মতে মহামারি করোনার মধ্যে সারা বিশ্বে ৫টি দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে যার মধ্যে বাংলাদেশ একটি। আর প্রবৃদ্ধি টিকিয়ে রাখতে কৃষি অবদান সবচেয়ে বেশি। ২৩ জানুয়ারি ২১ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঝিনাইদহ করছে। উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে এ পোকার ক্ষতির মাত্রা নিয়ন্ত্রনে আনতে কৃষি বিজ্ঞানীগণ কাজ করে চলেছেন। সচেতনতার সাথে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শনের মাধ্যমে ক্ষতিকর এ পোকার আক্রমণ এড়াতে উপস্থিত কৃষক-কৃষানিদের প্রতি আহ্বান জানান।

কেবি ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনা এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করে। আঞ্চলিক বেতার কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শেখ ফজলুল হক মনির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ মোঃ জাহিদুল আমিন। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ঝিনাইদহের অতিরিক্ত উপপরিচালক

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী, পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস

খামারবাড়ি প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত ভূট্টার ফল আর্মিওয়ার্ম বিষয়ক প্রশিক্ষণে উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। দানাজাতীয় ফসল ভূট্টা আবাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে এ ফসল আবাদে সমস্যা না থাকলেও বর্তমানে ফল আর্মিওয়ার্ম পোকা মারাত্মক ক্ষতি কৃষিবিদ মোঃ মোশাররফ হোসেন ও কৃষিবিদ মোঃ আলী জিন্নাহ। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সদর উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ জাহিদুল করিম। প্রশিক্ষণে ঝিনাইদহ জেলার কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের ৩০ জন কৃষক-কৃষানি উপস্থিত ছিলেন।

এস এম আহসান হাবিব, কৃতসা, খুলনা

ফসল আবাদে দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে যথেষ্ট সম্ভাবনা

সপ্তম পাতার পর

ডিএই বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. রফি উদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক মো. আয়ুব আলী এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী স্বপন কুমার হালদার। কর্মশালায় ডিএই, বিএআরআই, বিএডিসি, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এবং কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১০০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বরিশাল অঞ্চলের ১৪টি উপজেলায়

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

সাম্প্রতিক সময়ে দেয়া প্রণোদনা অতীতের সব রেকর্ড ভেঙ্গেছে– মহাপরিচালক, ডিএই

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ মোঃ আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

সাম্প্রতিক সময়ে দেয়া প্রণোদনা ও পুনর্বাসন অতীতের সব রেকর্ড ভেঙ্গেছে। এরই অংশ হিসেবে চলতি বছর ৫৬ লাখ কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে কৃষি উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি অতিরিক্ত ২ লাখ হেক্টর জমিতে হাইব্রিড ধানের বীজ ব্যবহারের আওতায় আনা হয়েছে। এখন প্রয়োজন যথাসময়ে নিয়মিত মাঠ ও অফিসের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ। দক্ষিণাঞ্চল খুবই সম্ভাবনাময় এলাকা। এখানকার কৃষির অনেক সুযোগ রয়েছে। তা অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। ৬ ফেব্রুয়ারি ২১ বরিশালের খামারবাড়িতে কৃষি কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ্ এসব কথা বলেন।

ডিএই আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএই সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক একেএম মনিরুল আলম, হর্টিকালচার উইংয়ের পরিচালক মো. ওয়াহিদুজ্জামান, প্রশিক্ষণ উইংয়ের পরিচালক মো. আলিমুজ্জামান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন। মতবিনিময় সভায় বরিশাল অঞ্চলের জেলা-উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের সাহায্যে ধানের চারা রোপণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন

কৃষির আধুনিকায়নে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নে রবি মৌসুমে বোরো হাইব্রিড ধানের সমলয়ে চাষাবাদ (Synchronize Cultivation) ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের নিমিত্তে রাইস ট্রান্সপ্লান্টার যন্ত্রের সাহায্যে ধানের চারা রোপণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আসলাম হোসেন, জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া। অনুষ্ঠানে কৃষিবিদ শ্যামল কুমার বিশ্বাস, উপপরিচালক, সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ রঞ্জন কুমার প্রামানিক, অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য), ডিএই, কুষ্টিয়া, জনাব লিংকন বিশ্বাস, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মোঃ সাদত সজীব, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, কুষ্টিয়া, জনাব আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, মিরপুর, এছাড়াও কুষ্টিয়া জেলা উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী প্রমুখ।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, পাবনা

অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করছেন প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আসলাম হোসেন জেলা প্রশাসক, কুষ্টিয়া

কুলের বাণিজ্যিক আবাদে লাভবান বোয়ালখালীর কৃষক

বলসুন্দরী কুল আবাদ করে লাভবান হয়েছেন বোয়ালখালীর কৃষক মোঃ লোকমান আজাদ

কুল এ দেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ফল। ফলটি ভিটামিন সি এর অন্যতম উৎস। বাণিজ্যিকভাবে ফলটির উৎপাদন বেশ লাভজনক। তাই দেশের অন্যান্য এলাকার মতো সম্প্রতি চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতেও শুরু হয়েছে বাণিজ্যিকভাবে কুলের আবাদ।

বোয়ালখালী উপজেলার পূর্ব আমুচিয়া গ্রামের খামারি জনাব মোঃ লোকমান আজাদ বিগত ২০২০ সনের এপ্রিল-মে মাসে নিজের পঞ্চাশ শতক জমিতে আড়াইশোটি বলসুন্দরী কুলের চারা রোপণের মাধ্যমে শুরু করেছেন বাণিজ্যিক কুলের আবাদ। চারা রোপণের সাত-আট মাসের মাথায় তার বাগানের প্রতিটি গাছ থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে চলছে কুল সংগ্রহের কাজ। এ প্রসঙ্গে জনাব মোঃ লোকমান আজাদ জানান, এ পর্যন্ত কুল বাগান স্থাপনে তার খরচ হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। আশা করা যায় এ বছর তার বাগান হতে এক থেকে দেড় টন কুল বাজারে বিক্রি হবে যার আনুমানিক বাজার মূল্য এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা।

কেন তিনি কুল চাষে উদ্বুদ্ধ হলেন সে প্রসঙ্গে তিনি জানান গণমাধ্যমে কুল চাষ বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন দেখে তার ভেতর কুল চাষে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করলে তাকে উপজেলা কৃষি অফিস হতে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। তাছাড়া কুল বাগান স্থাপনে এসএসিপি নামক প্রকল্পের মাধ্যমে বোয়ালখালী উপজেলা কৃষি অফিস জনাব মোঃ লোকমান আজাদকে কারিগরি সহায়তার পাশাপাশি চারাসহ নানা রকম উপকরণ সহায়তা প্রদান করছে।

এ বিষয়ে বোয়ালখালীর উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব আতিকউল্লাহ জানান, বাণিজ্যিকভাবে কুল আবাদে জনাব লোকমান আজাদের আগ্রহ দেখে আমরা তাকে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানসম্পন্ন কুলের চারা সরবরাহ করেছি। আশা করা যায় তার কুল আবাদের সাফল্য দেখে অন্যান্য কৃষকও কুলসহ বাণিজ্যিক ফল উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠবেন।

কৃষিবিদ আবু কাউসার মো. সারোয়ার কৃতসা, চট্টগ্রাম

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক মহোদয়ের আঞ্চলিক কার্যালয় ঢাকা পরিদর্শন

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী মহোদয় কৃষি তথ্য সার্ভিসের ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় ২০ জানুয়ারি ২০২১ পরিদর্শন করেন। পরিচালক মহোদয়কে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আঞ্চলিক কার্যালয়ের বর্তমান কার্যক্রম অবহিত করা হয়। এসময় ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে নির্মিত 'শখ থেকে বাণিজ্যিক ছাদ বাগান' ভিডিও চিত্রটি পরিচালক মহোদয় উদ্বোধন করেন। পরিচালক মহোদয় সামগ্রিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, জনবল ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও অঞ্চল থেকে কৃষি প্রযুক্তি ও তথ্য বিস্তারে সন্তোষজনক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের কৃষি উন্নয়নের সাফল্যকে অব্যাহত রাখতে কৃষি তথ্য সেবায় দপ্তরটি আগামীতে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। দাপ্তরিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে তিনি প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও প্রদান করেন।

পরিদর্শনকালে সদ্য বিদায়ী প্রধান তথ্য অফিসার কৃষিবিদ অঞ্জন কুমার বড়ুয়া, কৃষিবিদ মো. রেজাউল করিম, উপপরিচালক (গণযোগাযোগ), কৃষিবিদ ড. মো. সাইফুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, কৃষিবিদ মো. তৌফিক আরেফীন, উপপ্রধান তথ্য অফিসার ও মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন অফিসার কৃষিবিদ তাপস কুমার ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার (অ.দা) কৃষিবিদ মোহাম্মদ জাকির হাসনাৎ, বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী আগত অতিথিবৃন্দকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করেন।

কামরুন্নাহার কাঁকন, কৃতসা, ঢাকা অঞ্চল

বান্দরবানে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে আইসিটি উপকরণ বিতরণ

কৃষি তথ্য সার্ভিসের আঞ্চলিক কার্যালয়, রাঙ্গামাটির উদ্যোগে কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় বান্দরবান সদর উপজেলার সাতকমলপাড়া কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে ৩১ জানুয়ারি ২১ আইসিটি উপকরণ বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মালামাল বিতরণ অনুষ্ঠানে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের সদস্য এবং কৃষি কনভেনিং কমিটির আহ্বায়ক ক্যসাপ্রু মার্মার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএই, বান্দরবান জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. এ কে এম নাজমুল হক, রাঙ্গামাটি জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিক, রাঙ্গামাটি অঞ্চল কার্যালয়ের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো: নাসিম হায়দার, কৃষি তথ্য সার্ভিসের রাঙ্গামাটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, বান্দরবান সদর উপজেলার উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মো: ওমর ফারুক এবং ৩নং বান্দরবান সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাচপ্রু মার্মা প্রমুখ।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

কৃষি বিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন ১৬১২৩ নম্বরে

হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে সমলয়ে চাষাবাদ যন্ত্রের মাধ্যমে চারা রোপণ

আসাদুল্লাহ, কৃতসা, সিলেট

হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে রবি মৌসুমে ব্লক প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে হাইব্রিড জাতের বোরো ধানের সমলয় চাষাবাদে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে রোপণের শুভ উদ্বোধন ও মাঠ দিবস ৩১ জানুয়ারি ২০২১ উপজেলার উবাহাটা ইউনিয়নের হুড়ারকুল গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিবিদ মো. তমিজ উদ্দিন খান, উপপরিচালক, ডিএই, হবিগঞ্জ। প্রধান অতিথি বলেন, আধুনিক ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষাবাদে কৃষকদের ব্যয় সাশ্রয় হওয়ার পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তাই এ প্রযুক্তি কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কৃষির বহুমূখীকরণে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার কৃষি হবে দুর্বার এ স্লোগানে উপজেলা কৃষি পুনর্বাসন ও বাস্তবায়ন কমিটির আয়োজনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সত্যজিত রায় দাশ। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ আব্দুল কাদির লস্কর, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আলহাজ লুৎফুর রহমান মহালদার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন কৃষিবিদ মো. তমিজ উদ্দিন খান, উপপরিচালক ডিএই, হবিগঞ্জ

আমদানি নির্ভরতা কমাতে ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতে

শেষ পাতার পর

দেশে শিল্প-কারখানা স্থাপন করে বাণিজ্যিকভাবে ভুট্টার তেল উৎপাদন করতে পারলে একদিকে যেমন বিদেশ থেকে তেল আমদানি হ্রাস পাবে অন্যদিকে তেলের দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। উদ্যোক্তারা এগিয়ে আসলে দেশের কৃষক লাভবান হবে। পাশাপাশি, দেশের মানুষের পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতে সহায়ক হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এসময় উদ্যোক্তাদের ভুট্টার তেল উৎপাদনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং এ ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন।

গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্যে জানা যায়, উন্নত বিশ্বে ভুট্টা থেকে স্টার্চ, ইথানল, জৈব জ্বালানি, তেল উৎপাদনসহ রয়েছে আরো বহুমুখী ব্যবহার। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ৫২টি দেশে ভুট্টা থেকে উৎকৃষ্ট মানের ভোজ্য তেল উৎপাদিত ও ব্যবহৃত হয়। ভুট্টাতেল স্বাস্থ্যসম্মত ও পুষ্টিসমৃদ্ধ। এতে কোন আমিষ বা শর্করা নেই, শতকরা ১০০ ভাগই চর্বি বিদ্যমান যার পুষ্টিমান অন্যান্য তেলের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি। ভুট্টা তেলে বিদ্যমান সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড ও অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড সয়াবিন ও সূর্যমুখী তেলের সমপরিমাণ। ভুট্টা তেলে ভিটামিন ই (টোকোফেরল) এর পরিমাণ সূর্যমুখী তেলের চেয়ে বেশি। বিশেষত: ভুট্টা তেলে ভিটামিন কে (১.৯ মাইক্রো গ্রাম) রয়েছে যেখানে সয়াবিন ও সূর্যমুখী তেলে তা অনুপস্থিত। এছাড়াও সালাদ, বিস্কুট, চানাচুর, কেক, পাউরুটি, মাখন তৈরি করতে ভুট্টা তেল ব্যবহৃত হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

মুজিব শতবর্ষে "সতেজ নিরাপদ সবজি"

মুজিব শতবর্ষে স্থাপিত বাংলাদেশ সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিবেশবান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় ২৯ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রি: সকাল ১০.৩০ মিনিটে স্টেশন রোড (পালিকা শপিং স্টোরের সামনে), ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসন, ময়মনসিংহ ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন সহযোগিতায় এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়, ময়মনসিংহ, বাস্তবায়নে ত্রিশালে উৎপাদন বিষমুক্ত সতেজ নিরাপদ সবজি কর্নার উদ্বোধন করেন জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ (অতিরিক্ত সচিব) মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা। অতিথি বৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মো: আব্দুল মাজেদ, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ। ড: ফাতেমা ওয়াদুদ উপপরিচালক (গুদাম ব্যবস্থাপনা শাখা) কৃষি বিপণন অধিদপ্তর খামারবাড়ি, ঢাকা। মো: মতিউজ্জামান, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ময়মনসিংহ। উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এলাকায় গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গ, সংবাদ কৃষি, কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষি বিপণন, বিএডিসি ও কৃষি তথ্য সার্ভিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। উদ্যোক্তা, মাসুদ করিম ও তোফা সিকদার জানান "বিক্রয় খুব ভাল হচ্ছে"।

সৌরভচন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, ময়মনসিংহ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষি ও কৃষকের কল্যাণে

শেষ পাতার পর

কৃষি যন্ত্রপাতি দেয়া হচ্ছে। কৃষি আর কৃষকের উন্নতির জন্য তিন হাজার কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এই বরাদ্দ থেকে কৃষি যন্ত্র ক্রয়ে কৃষকদের ভর্তুকি দেয়া হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এইজন্য সবসময় বলেন বাংলাদেশের উন্নয়ন করতে হলে আগে কৃষির উন্নতি করতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ নাজিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং দেবীগঞ্জ প্রজনন বীজ কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা দিপঙ্কর বর্মণের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, বিএডিসির চেয়ারম্যান মোঃ সায়েদুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের নির্বাহী চেয়ারম্যান কৃষিবিদ ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ আসাদুল্লাহ, জেলা প্রশাসক ড. সাবিনা ইয়াসমিন, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইউসুফ, ইউএনও প্রত্যয় হাসানসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস রিলিজ, কৃষি মন্ত্রণালয়

ভোলার চরফ্যাশনে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

শেষ পাতার পর

উপপরিচালক মো. রাশেদ হাসনাতের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক জাহিদুল আলম, স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রকল্পের পরিচালক মো. আইউব আলী, উপপরিচালক আবু মো. এনায়েত উল্লাহ, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি আবুল কাশেম মিলিটারী, আদর্শ কৃষক আকতার হোসেন প্রমুখ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর-সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী, কৃষক-কৃষানি উপস্থিত ছিলেন।

নাহিদ বিন রফিক বরিশাল, কৃতসা, বরিশাল

বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে উত্তরাঞ্চলে উৎপাদিত সুগন্ধি চালের বহুমুখী ব্যবহার

বাংলাদেশে এলাকাভিত্তিক প্রচুর সুগন্ধি ধান আবাদের প্রচলন আছে। দেশি জাতগুলোর চাল আকারে ছোট ও অনেকটা গোলাকার হয়। সুগন্ধি ধানের জাতগুলোর বেশির ভাগই আলোক সংবেদনশীল, দিনের দৈর্ঘ্য কমে গেলে হেমন্তকালে ফুল ও দানা গঠন হয়। প্রধানত আমন মৌসুমে (খরিফ-২ তে) সুগন্ধি ধানের চাষ করা হয়। এ মৌসুমে প্রায় ১০% জমিতে সুগন্ধি ধানের আবাদ করা হয়। তবে বাংলাদেশের আবহাওয়া ও পরিবেশে আমন ও বোরো দুই মৌসুমে এ সুগন্ধি ধান চাষ করা সম্ভব। উত্তরাঞ্চলে প্রধানত দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, নওগাঁ, রাজশাহী জেলায় সুগন্ধি ধান চাষ হয়। আমাদের দেশে আমন মৌসুমে সুগন্ধি ধানের উচ্চফলনশীল জাতের মধ্যে ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, ব্রি ধান৭০, ব্রি ধান৮০ ও বিনাধান-১৩ এবং স্থানীয় জাতের মধ্যে কাটারিভোগ, কালিজিরা, চল্লিশাজিরা, চিনিগুড়া (জিরা কাটারি), ফিলিপাইন কাটারী প্রভৃতি। বোরো মৌসুমে সুগন্ধিযুক্ত আধুনিক জাত হচ্ছে ব্রি ধান৫০ (বাংলামতি)। এ জাতের চালের মান বাসমতির মতোই। হেক্টর প্রতি ফলন ৬ মেট্রিক টন। তবে চাল তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি এবং সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

কাটারিভোগ ধানের আতপ চালের পোলাও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। আদিকাল থেকে সুগন্ধি চাল অভিজাত শ্রেণির আচার অনুষ্ঠানে স্থান রয়েছে। আজও দিনাজপুরের কাটারিভোগ সুগন্ধি চাল দেশি-বিদেশি অতিথি আপ্যায়নে সুনাম বজায় রেখেছে। সুগন্ধি চালের পোলাও ছাড়া পিঠা-পুলি, বিরিয়ানি, কাচ্চি, জর্দা, ভুনা-খিচুড়ি পায়েশ ও ফিরনিসহ বেশ চমৎকার ও সুস্বাদু-যা জিভে জল আনে। বিয়ে, পূজা-পার্বণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপসহ সব ধরনের অনুষ্ঠানে সুগন্ধি চালের ব্যবহার অতি জনপ্রিয়। অনেক সচ্ছল পরিবারে, বনেদি ঘরে সাধারণ চালের পরিবর্তে সুগন্ধি (কাটারিভোগ, বাংলা মতি) সিদ্ধ চালের ভাত খাওয়ার রেওয়াজ অহরহ দেখা যায়। চাইনিজ, ইটালিয়ান, ইন্ডিয়ান হোটেল/রেস্টুরেন্ট, পাঁচ তারকা হোটেল/মোটেল পর্যটন কেন্দ্রে প্রধানত সুগন্ধি চালের ভাত, পোলাও নানা পদের খাবার পরিবেশনে সুগন্ধি চাল ব্যবহার করা হয়। দিন দিন এ চালের যেমন ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি উৎপাদনও বাড়ছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে এ দেশি অতি উন্নতমানের সুগন্ধি চালের জাতগুলোর পরিবর্তে বিদেশি বাসমতি জাতের চাল ব্যবহার প্রচলন দেখা যায়। অথচ নিজ দেশের উৎপাদিত সুগন্ধি চাল ব্যবহার করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়াসহ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যায়।

কৃষিবিদ ড. মুহাঃ রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর

চাষের কথা
চাষির কথা
পাবেন পড়লে
'কৃষিকথা'

বাংলাদেশ টেলিভিশন
'বাংলার কৃষি'
প্রতিদিন সকাল ৮টার বাংলা সংবাদের পর এবং পুনঃপ্রচার পরদিন সকাল ১১.৪০ মিনিট

বগুড়ার আদমদীঘিতে সমলয়ে চাষাবাদের মাধ্যমে ৫০ একরের প্রদর্শনী বাস্তবায়ন

সমলয়ে চাষাবাদে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের সাহায্যে চারা রোপণ

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে সমলয় চাষাবাদের আওতায় হাইব্রিড ধানের ৫০ একরের প্রদর্শনী বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে বগুড়া জেলার একমাত্র আদমদীঘি উপজেলায় সান্তাহার ইউনিয়নের ছাতনী ব্লকের প্রান্নাথপুর গ্রামে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের সাহায্যে চারা রোপণ অনুষ্ঠান ১৯ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

আদমদীঘির সম্মানিত উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব সীমা শারমিনের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে বগুড়ার মান্যবর জেলা প্রশাসক জনাব মো. জিয়াউল হক মহোদয় প্রধান অতিথি ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মো. দুলাল হোসেন মহোদয় ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আদমদীঘি উপজেলা শাখার সম্মানিত সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান আলহাজ মো. সিরাজুল ইসলাম খান রাজু মহোদয় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আর অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কৃষিবিদ মিঠু চন্দ্র অধিকারী, উপজেলা কৃষি অফিসার, আদমদীঘি, বগুড়া।

কৃষিকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে উন্নত ফসল ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সমালয়ে চাষাবাদ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উৎপাদন খরচ কমানো, কর্তনোত্তার অপচয় রোধ, কায়িক শ্রম লাঘব, শ্রমিকের অভাব পূরণ ও ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতেই এই কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এই ধরনের সমবায়ের মডেল অনুসরণ করে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এবং সকল প্রযুক্তির সঙ্গে কৃষকের সেতুবন্ধন তৈরি করবে।

এ অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী, সান্তাহার ইউনিয়নের সম্মানিত চেয়ারম্যান মো. এরশাদুল হক টুলু, বিআরডিবির চেয়ারম্যান জনাব মো. মিজানুর রহমান বাবু, বগুড়ার কৃষি প্রকৌশলী মো. আবু সাঈদ চৌধুরী, সান্তাহার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মো. আবুল কালাম আযাদ, ব্লক প্রদর্শনী বাস্তবায়নে ৫০ একর জমিভুক্ত ১১৬ জন কৃষক-কৃষানি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ মো: আব্দুল্লাহ-হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

বারিতে মসলা ফসল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

প্রথম পাতার পর

সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। বারির মহাপরিচালক ড. মো. নাজিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মসলা গবেষণার কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. সায়েদুল ইসলাম, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মোহাম্মদ বখতিয়ার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সাবিহা পারভীন, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক ড. মো. আবু সাইদ মিঞা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম প্রমুখ।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি বলেন এ দেশের কৃষির উন্নয়ন এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে কৃষি বিজ্ঞানীরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও এখন অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি, কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি ও শ্রমিক সংকট তার অন্যতম। দিন দিন কৃষি জমির উপর চাপ বাড়ছে। তাই আমাদের গবেষণার মাধ্যমে বিকল্প বের করতে হবে। তা হলো উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন এবং উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনা। আমি আশা করি আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা এসব সমস্যা মোকাবেলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

এর আগে সিনিয়র সচিব বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয়ের সামনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে বারি মহাপরিচালকের সভা কক্ষে বিজ্ঞানীদের সাথে একটি সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এরপর সিনিয়র সচিব মহোদয় আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্র, পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ ও ফার্ম মেশিনারি এন্ড পোস্ট হারভেস্ট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ আয়োজিত প্রযুক্তি প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

-সংবাদ বিজ্ঞপ্তি (বারি)

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বছরব্যাপি ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গত ৩০-৩১ জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত ২ দিন ব্যাপি পার্বত্য অঞ্চলে কাজুবাদাম, কফি চাষ এবং উদ্যান ফসল চাষাবাদ বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ হর্টিকালচার সেন্টার, বালাঘাটা, বান্দরবানের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা, বছরব্যাপি ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প, খামারবাড়ি, ঢাকার প্রকল্প পরিচালক, কৃষিবিদ ড. মো. মেহেদী মাসুদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বান্দরবান পার্বত্য জেলার উপ পরিচালক কৃষিবিদ ড. এ কে এম নাজমুল হক প্রমুখ।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা ২০২১

সম্প্রসারণ বার্তার সকল পাঠক শুভানুধ্যায়ীদের জানাই ইংরেজি নববর্ষ ২০২১-এর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লার কার্যক্রম গতিশীলকরণ শীর্ষক সেমিনার

তথ্য হলো একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এ মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে কৃষি ক্ষেত্রে পুরো বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। সে সাথে পাল্লা দিয়ে আমাদের বাংলাদেশ আশানুরূপ সমৃদ্ধি লাভ করেছে। কৃষি কার্যক্রমের নানা তথ্য প্রযুক্তি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে কৃষি তথ্য সার্ভিস যুগ যুগ ধরে প্রচার করে আসছে। কৃষি কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সাফল্য গাঁথা নিয়ে কুমিল্লা অঞ্চলের সকল কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কৃষি বিজ্ঞানীগণকে নিয়ে, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা এর আয়োজনে ২৭ জানুয়ারি ২০২১ অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হলরুমে ''কৃষি তথ্য সার্ভিস, কুমিল্লার কার্যক্রম গতিশীলকরণ শীর্ষক সেমিনার'' অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ মনোজিত কুমার মল্লিক, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মনোজিত কুমার মল্লিক, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চল। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কৃষিবিদ মো. মুশিউর ইসলাম, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য কর্মকর্তা, কুমিল্লা অঞ্চল, কুমিল্লা। আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মো. রবিউল হক মজুমদার, উপপরিচালক, ডিএই, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; কৃষিবিদ মো. তারিক মাহামুদুল ইসলাম, জেলা বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা, কুমিল্লা। অংশগ্রহণকারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারী। সেমিনারের মাধ্যমে কৃষি কথার গ্রাহক কৃষি সংক্রান্ত কৌশল এবং বেতার কথিকার মানোন্নয়ন বিষয়ে বক্তারা আলোকপাত করেন। এ ছাড়া ডকুমেন্টারি তৈরি ও নিউজ কাভারেজের বিষয়ে উপস্থাপনের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন।

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

ফসল আবাদে দক্ষিণাঞ্চলে রয়েছে যথেষ্ট সম্ভাবনা

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব একেএম মনিরুল আলম, পরিচালক (সরেজমিন উইং) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

উচ্চমূল্যের ফসল আবাদ এবং বাজার ব্যবস্থাপনার ওপর আঞ্চলিক কর্মশালা ২১ জানুযারি ২১ নগরীর সেইন্ট-বাংলাদেশের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট (এসএসিপি) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক (সরেজমিন উইং) একেএম মনিরুল আলম। তিনি বলেন, ফসল আবাদে দক্ষিণাঞ্চলে কিছু সমস্যা থাকলেও রয়েছে যথেষ্ট সম্ভাবনা। আর তা সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজে লাগাতে হবে। তবেই এ অঞ্চলের কৃষি আরো এগিয়ে যাবে। সে সাথে কৃষকের জীবনমান হবে উন্নত। এ প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সেচ খরচ হ্রাস ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে অভূতপূর্ব

প্রথম পাতার পর

গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেচের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে নিয়েছিলেন যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তিনি নগদ ভর্তুকি ও সহজ শর্তে ঋণ দিয়ে কৃষকের মাঝে সেচযন্ত্র বিক্রির ব্যবস্থা করেন। জার্মানি থেকে জরুরি ভিত্তিতে পানির পাম্প এনেছিলেন। ১৯৭১-৭২ সাল থেকে ১৯৭৪-৭৫ সালে-এই ৩ বছরে অগভীর নলকূপের সংখ্যা ৬৮৫টি থেকে বেড়ে ৪০২৯টি, গভীর নলকূপের সংখ্যা ৯০৬টি থেকে ২৯০০টি এবং পাওয়ার পাম্পের সংখ্যা ২৪,২৪৩টি থেকে ৪০,০০০টি দাঁড়ায়। সে ধারা অনুসরণ করে প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারও সেচের আধুনিকায়নের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও সেচ খরচ কমাতে নিরলস কাজ করছে। ফলে সেচের এলাকা সম্প্রসারণের পাশাপাশি কমে এসেছে সেচ খরচও।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১৭ জানুয়ারি ২০২১ রোববার রাজধানীর মানিক মিয়া এভিনিউস্থ বিএডিসি অডিটোরিয়ামে 'ভূ-গর্ভস্থ পানি মনিটরিং ডিজিটালাইজেশন' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। বিএডিসি 'ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশন প্রকল্পের' আওতায় এ সেমিনারের আয়োজন করে।

পানির টেকসই ব্যবহার ও পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব দিয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, নদী-খাল খনন ও পুনঃখনন, রাবার ড্যাম, জলাধার নির্মাণ, পানি সাশ্রয়ী পদ্ধতির ব্যবহারসহ অনেক উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। এর ফলে ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে এবং এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। ইতোমধ্যে ফসল উৎপাদনে সেচের খরচ অনেক কমেছে; এটিকে আরো কমিয়ে আনতে উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। সেচ দক্ষতাকে ৩৮% থেকে ৫০% উন্নীত করা হবে যাতে করে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়ে ও সেচ খরচ আরও কমে আসে।

বিএডিসির তথ্যে জানা যায়, বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে গত ১০ বছরে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ হয়েছে ১০.৫০ লক্ষ হেক্টর; খাল পুনঃখনন করা হয়েছে ৯৪৫৭ কিমি; সেচনালা স্থাপন করা হয়েছে ১৩,৩৫১ কিমি. এবং ১০টি রাবার ড্যাম ও ১টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে সেচ এলাকা ৫৬.২৭ লক্ষ হেক্টরে, সেচ দক্ষতা ৩৫% হতে ৩৮% এবং ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার ২১% থেকে ২৭% এ উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে এবং সেচযোগ্য জমির ৭৩% সেচের আওতায় এসেছে।

তাছাড়া, সেচের আধুনিকায়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সেচকৃত এলাকা ৬০ লক্ষ হেক্টর, সেচ দক্ষতা ৩৮% হতে ৫০% এ উন্নীতকরণ, সেচকাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার ৩০% এ উন্নীত এবং ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার ৭০% হ্রাস করা।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। বিএডিসির চেয়ারম্যান মোঃ সায়েদুল ইসলামের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেচ ও পানি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: আব্দুল মজিদ, সিইজিআইএসের নির্বাহী পরিচালক মালিক ফিদা আবদুল্লাহ খান, প্রকল্প পরিচালক মো: জাফর উল্লাহ ও বিএডিসির সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) মো: আরিফ বক্তৃতা করেন।

সেমিনারের আগে কৃষিমন্ত্রী সেচ ভবন কমপ্লেক্সে নবনির্মিত রেস্ট হাউজের উদ্বোধন করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৪তম বর্ষ ❑ দশম সংখ্যা
❑ মাঘ-১৪২৭ বঙ্গাব্দ; জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃষি ও কৃষকের কল্যাণে আন্তরিকভাবে কাজ করেন : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তরিকভাবে কৃষকের কল্যাণে কৃষির কল্যাণে কাজ করেন। তিনি কৃষির প্রতি দরদি একজন মানুষ। তার পিতাও ছিলেন কৃষক দরদি মানুষ। ২৭ জানুয়ারি ২১ বুধবার বিকেলে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে প্রজনন বীজ উৎপাদন কেন্দ্রের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এক কৃষক সমাবেশে এই কথা বলেন। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু সব সময় কৃষক-কৃষির উন্নয়নে কাজ করেছেন। কৃষকের বঞ্চনা নিয়ে কাজ করেছেন, কৃষকের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে কথা বলেছেন। তার কন্যাও কৃষির জন্য অনেক কিছু করছেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, দেবীগঞ্জের প্রজনন বীজ উৎপাদন কেন্দ্রে গবেষণা করে উন্নত জাত উদ্ভাবন করে সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। এটা দেবীগঞ্জবাসীর গর্ব। আগে কৃষি এ দেশে উন্নত ছিল না। কৃষি ছিল খুবই অবহেলিত। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার সময় তিনি কৃষির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সারের দাম কমিয়েছেন, তিনি কৃষি ঋণ বাড়িয়েছেন। বর্তমানে কৃষিকে যান্ত্রীকরণ করতে *এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩*

আমদানি নির্ভরতা কমাতে ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতে সহায়ক হবে: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

দেশে বাণিজ্যিকভাবে ভুট্টা থেকে তেল উৎপাদন করতে পারলে ভোজ্যতেলের আমদানি নির্ভরতা অনেক হ্রাস পাবে বলে মন্তব্য করেছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি।

ভুট্টা থেকে পুষ্টিসমৃদ্ধ তেল উৎপাদনের সম্ভাবনা

একইসাথে, ভুট্টাচাষিরা অনেক লাভবান হবে ও পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিতে সহায়ক হবে বলেও মনে করেন তিনি।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ০৬ ফেব্রুয়ারি ২১ শনিবার সন্ধ্যায় টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে নাসির স্টার্চ, অয়েল অ্যান্ড অ্যানিমেল ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড পরিদর্শন শেষে এ অভিমত ব্যক্ত করেন। এসময় বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো: এছরাইল হোসেন, নাসির গ্লাসওয়্যার অ্যান্ড টিউব ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার মো: ফজলুল রহমান, ডিজিএম মো: কাজিমুল বাশার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. রাজ্জাক বলেন, উন্নত দেশের মতো বাংলাদেশেও ভুট্টা থেকে তেল উৎপাদনের অনেক সম্ভাবনা রয়েছে। *এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩*

টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে নাসির স্টার্চ, অয়েল অ্যান্ড অ্যানিমেল ফিড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আসাদুল্লাহ, মহাপরিচালক, ডিএই

ভোলার চরফ্যাশনে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

উপজেলা কৃষি অফিস আয়োজিত এক কৃষক সমাবেশ ৫ ফেব্রুয়ারি ২১ ভোলার চরফ্যাশনে অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ।

প্রধান অতিথি বলেন এ এলাকার ফসলের উৎপাদন বেশ এগিয়ে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাদের জন্য অনেক প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। সরকারের উদ্দেশ্য তখনই সার্থক হবে যখন আপনারা মিলেমিশে কাজ করবেন। দানাশস্যে ইতোমধ্যেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। যেসব ফসলের ঘাটতি আছে, সেগুলোও খুব দ্রুত সময়ের মধ্যেই পূরণ হবে ইনশা-আল্লাহ।

ডিএই'র অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ডিএই সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক একেএম মনিরুল আলম এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদীন আখন। অতিরিক্ত *এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১*

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd